পুরানো পথ ঃ বর্ধমান

মুহম্মদ আয়ুব হোসেন

একদা অতি প্রাচীনকালে, রাঢ়-বঙ্গের অজয়-কুনুর - কোপাই ইদী - অববাহিকায় কৃষি - শিল্প এক মিশ্র সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। পরবর্তীকালে এই সুবৃহৎ জনপদের উদ্ভব ঘটেছিল এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের। কি ছিল এই রাষ্ট্রের নাম? দিগ্‌বিজয়ী বীর আলোকজান্ডার এই শক্তিশালী রাষ্ট্রের কথা শুনেছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এই রাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করেছেন। "গঙ্গা রিডি" বলে। সম্ভবত ঃএর নাম ছিল "গঙ্গারাঢ়"। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলা এই গঙ্গারিডি র াষ্ট্রে অবস্থিত ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী "পাথঁলিস"এবং বন্দর নগরী কাঁটাডৌপা যথাক্রমে বর্ধমান নগরী বা পূর্বস্থলী ও কাটোয়া। যেহেতু গঙ্গারিডি ছিল এক প্রাচীন সুসভ্য রাষ্ট্র, সেহেতু বাণিজ্য, সৈন্যচলাচল ও অন্যান্য কাজের জন্য নিশ্চয় ভ াল ভাল পথ ছিল এবং সে পথ পার্থলিস এবং কাঁটাডৌপা ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করেছিল। কিন্তু সেই সব প্রাচীন পথের পরিচয় এখন আর জানা যায় না।

বর্তমান বর্ধমান জেলা বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলি, বাঁকুড়া এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত। একদা প্রাচীন ও মধ্যযুগে বর্ধমান শহর তথা জেলা বর্ধমানের অনেক গুত্ব ছিল। কারণ জেলা বর্ধমান রাঢ় - বাংলার মধ্যমণি। জেলা বর্ধম ানের গুত্ব বর্তমানেও অম্লান। অনেক প্রাচীন পথ বর্ধমান জেলা তথা শহর বর্ধমানকে স্পর্শ করে চলে গেছে। এই প্রবন্ধে বর্ধমান জেলার প্রাচীন পথ সম্পর্কে কিছু আলোচিত হলো।

জেলা বর্ধমানে প্রাচীন পথকে দুইভাবে ভাগ করা যেতে পারে। যথা স্থলপথ ও জলপথ। প্রথমে স্থলপথ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

রঙ্গলাল বা রেঙ্গার সরণি বর্তমান মঙ্গলকোট থানার মঙ্গলকোট গ্রাম হতে কেতুগ্রাম থানার মোরগ্রাম পর্যন্ত ছিল এই সরাণের বিস্তৃতি। প্রাচীনকালে উজানী - মঙ্গলকোটকে কেন্দ্র করে এক রাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল। এই রাজ্যে রাজার নাম ছিল "বিত্রমকেশরী"। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে এই রাজার নাম আছে। যথা ---

উজানী নগর অতি মনোহর
বিত্রমকেশরী রাজা
করে শিব পূজা উজানীর রাজা
কৃপা কৈল দশভূজা।।১

জনশ্রুতি এই, রাজা বিত্রম কেশরী একজন বড় রাজা ছিলেন। তার ছিল এক নবরত্ন পণ্ডিত সভা। এই নবরত্ন সভার অন্যতম বড় কবি ছিলেন কালিদাস। আর রাজার ছিল এক ঝিাসী অনুচর, তার নাম রঙ্গলাল বা রেঙা। রেঙা সবসময় র াজার পাশে পাশে থাকতো। একবার কোন এক কারণবশতঃ রাজার সঙ্গে কবি কালিদাসের মতান্তর ঘটে। রাজার ত্রোধ হতে বাঁচার জন্য কবি অন্যত্র গিয়েআত্মগোপন করে। এদিকে রাজা বিত্রম কেশরী, অনুচর রঙ্গলালকে সঙ্গে নিয়ে রাজবা ড়ির বহির্ভাগ পরিদর্শনে এসেছেন। পরিদর্শন করতে করতে রাজা রেঙাকে বললেন, "রেঙা যা মোর গাঁ"। রাজার হুকুম রেঙা মোর গাণা চলে গেল। মোর গাঁয়ে এসে রেঙা কি করবে বুঝতে পারে না। এক বুদ্ধিমান লোক সেখানে ছিল। সে রঙ্গ লালের কাছে সব কথা শুনে তাকে বলল, তুমি মোর গাঁ হতে রাজ মিস্ত্রি নিয়েযাও। রঙ্গলাল মোর গাঁ হতে একদল র

াজমিস্ত্রি নিয়ে উজানী - মঙ্গলকোট ফিরে গেল। রাজমিস্ত্রি পেয়ে রাজা খুব খুশি। রাজা রঙ্গ লালকে শুধায়, তোকে তো মিস্ত্রির কথা বলিনি, তুই বুঝলি কি করে আমার মিস্ত্রি দরকার ? রঙ্গলাল তখন সেই বুদ্ধিমান লোকটির কথা বলল, যে ত াকে মিস্ত্রি নিয়ে যেতে বলেছে। রাজা বুঝল, ঐ বুদ্ধিমান ব্যক্তি কালিদাস। রাজা কবিকে উজানীতে ফিরিয়ে আনলো। রেঙা যে পথে মোর গাঁ গিয়েছিল, রাজা সে পথটির নাম দিয়েছিল ''রেঙার সরান''। বর্তমানে ''মোর গাঁ হতে কুর্মডাঙা'' পর্যন্ত এই পথের কিছু অংশ আছে। বাকি অংশ বিলুপ্ত। ইহা বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানায় অবস্থিত।

হিয়েন সাঙের পথ চৈনিক পরিব্রাজক ছিলে হিয়েন সাঙ, ভারতবর্ষের উত্তরাপথের রাজা হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের (খৃঃ ৬০৬- ৬৪৭) রাজত্বকালে এদেশে পরিভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ। গৌড়- বঙ্গ তথা পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থান তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন। কামরূপ হতে দক্ষিণ দিকে প্রায় ২৫০ মাইল পথ অতিক্রম করে তিনি পৌঁছান সান - মো - ত া- লো বা সমতট। সমতট হতে১৮০ মাইল পশ্চিমে তিনি পৌঁছান তান - মো - লি - তি বা তাম্রলিপ্ত। তাম্রলিপ্তি হতে ১৫০ মাইল উত্তর - পশ্চিমে চুলিয়া এলাকায় ছিল কর্ণসুবর্ণের অবস্থান। তাম্রলিপ্তি হতে কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত ছিল একটি প্র াচীন সড়ক।

বর্তমানে তাম্রলিপ্তি হতে উত্তর - পূর্বে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ জেলার চিটি অঞ্চলে খনন করে এক সভ্যতার নিদর্শন মিলেছে এবং সেই স্থানটিকে কর্ণসুবর্ণ বলে নির্দেশ করা হয়েছে। ফা হিয়েন সাঙের বর্ণনা বিপরীত।

জাঙ্গাল জাঙ্গাল একটি প্রাচীন পথ। 'দিগ্বিজয় প্রকাশ ' গ্রন্থে সপ্ত জাঙ্গালের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে একটি জাঙ্গাল দেবগ্র াম (নদীয় জেলা) হতে ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (খ্রিঃ ১৪৩১ - ১৫১৯) র াজত্বকালে রচিত কবি আব্দুল আলীমের 'মৃগবতী কাব্যেও এই পথের উল্লেখ আছে। এপথ বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী, কাটে ায়া ও কেতুগ্রাম থানার উপর দিয়ে গিয়েছিল। এপথ বর্তমানে বিলুপ্ত। নদীয়া বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন মাঠের একটি ডাঙ্গার নাম ''জাঙ্গাল''। বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার রাজুয়া গ্রামের উত্তর মাছে এমনি একটি ডাঙ্গা আছে। ত ার নাম ''জঙ্গাল''। উত্তর - দক্ষিণ লম্বা পথের মত।

স্থানীয় মানুষদের মধ্যে জনশ্রুতি, বখতিয়ার খিলজী এই পথ ধরে নবদ্বীপ বা নদীয়ার পথে ''খাড়েরা'' নামক স্থানে এসে স্থ ানীয় মানুষদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন নদীয়া কোন দিকে? স্থানীয় মানুষ বলেছিল ''খাড়া রাহ্''। অর্থাৎ সোজাপথ। সেই হতে স্থানটিরনাম ''খাড়ারাহ্'' বা খাড়েরা''। কাটোয়া - অগ্রদ্বীপের মধ্যে ''বখতিয়ার ঘাট'' নামে ভাগীরথী নদীর একটি ঘ াট আছে। জনশ্রুতি এই ঘাটে তার নদী পার হয়েছিল।

গৌড় - গড় মান্দারণ পথ গৌড় (রঁপুরের কাঁটাদূয়ার) হতে গড় মান্দারণ (হুগলি জেলা) পর্যন্ত বিস্তৃত একটি প্রাচীন পথ আছে। পথটিকে বলা হতো ''বাদশাহী সরানা''। এই পথের দুই পাশে একদা ছিল হাঁক অন্তর দীঘি, মসজিদ ও সরাইখান া। বর্তমানে মসজিদ ইত্যাদি ভগ্ন ও বিলুপ্ত। দীঘিগুলি এখন আছে। এই পথটি, হুগলি জেলা হতে, বর্ধমান রায়না থানায় বর্ধমানে ঢুকেছে। তারপর সদর, ভাতার মঙ্গলকোট ও কেতুগ্রামে থানা হয়ে প্রবেশ করেছে মুর্শিদাবাদে।

জনশ্রুতি, বালার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (খ্রিঃ ১৪৯৩ - ১৫৯১) এই পথ তৈরি করেছিলেন। তিনি উড়িষ্যার যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে এক পরীস্থানে কোন এক পীর তাঁকে স্বপ্ন দেখায়, গৌড়ে গেলেই তাঁর মৃত্যু হবে। তাই সুলতান পথ তৈরি ও দীঘি কাটাতে কাটাতে অগ্রসর হন।

কিন্তু এই পথ এই সুলতানের আগেও ছিল। বাংলার সুলতান কন - উদ্দিন বারবক শাহের (খ্রিঃ ১৪৫৯-১৪৭৪) অ ামলে এই পথ ছিল বলে জানা যায়। ইসমাইল গাজী নামে, এই সুলতানের এক কর্মচারী ছিল। সেছিল গড় মান্দারণের শ াসক। তাঁর প্রানদণ্ড দিয়েছিলেন এই সুলতান। তাঁর মরদেহ গৌড় হতে গড়মান্দারণ আনা হয়েছিল। যেখানে যেখানে ইসম াইল গাজীর শববাহকগণ বিশ্রাম নিয়েছিল সেখানে পড়েছিল রক্ত। তাই সেই স্থানে তৈরি হয়েছিল মাজার। এই পথের দু'ধারে এমনি মাজার আছে। পরাম ও ঘনরামের ''ধর্মমঙ্গল'' কাব্যে এই পথের উল্লেখ আছে। যথা ---

পদুমার বিল পাছু গড় মান্দারণ।
ব্যঙ্গামেট্যা রাখিয়া দাখিল উচালন।।
মগলমারী আমিলা করিল পাছুয়ান।
রাজঘাটি পায় হয়্যা পাইল বর্ধমান।।

দেখাদেখি কর্জনা রাখিল কত দূরে।।
কালুত্তক গেল তারা বাহাদুর পুরে।।২

অন্যত্র পশ্চাত করিল সেন গড় মান্দারণ।
রাঙ্গা মেট্যা রাখিয়া দাখিল উচালন।।
রাখিল মগলমারী বারবাক পুর।
কলিতে বলিতে পাছু বয়্যা গেল দূর ।।
রাডঘাট পার হয়্যা রাখে দামুদর।
বাঁকা নদী বর্ধমান রাখে লঘুতর।।
পশ্চাত করিল সেন কর্জনা সরাই।
কালুত্তক রাখিয়া মঙ্গলকোট পাই।।
তারা দীঘি পাছু রহে বাহাদুর পুর।
বালিঘাটা রমতি রাখিয়া গেল দূর।।
গৌড় শহরে গিয়া দিল দরশন।
দিলেক চমকে ঘা শহরে তখন।।৩

পরবর্তীকালে রেনেল সাহেবের মানচিত্রে এই পথের নক্শা আছে।

বর্ধমান - কাটোয়া সড়ক বর্ধমান - কাটোয়া সড়কটি খুব প্রাচীন। এই পথ প্রাচীনকাল হতে ছিল বলে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে জনশ্রুতি। কাটোয়া হতে নর্জার কাছে গিয়ে, উত্ত গৌড় - গড়মান্দারণ সড়কে পথটি মিশেছে। এই পথ ধরে কাটোয়া ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পুন্যার্থীরা একদা গড়মান্দারণ হয়ে গণমান্দারণ - পুরী পথ ধরে জগন্নাথ দর্শনে যেতো।

নবাব আলীবর্দী খান একদা স্বল্পসংখ্যক সৈন্য হলে বর্গীদের সাথে যুদ্ধ করত করতে কাটোয়া এসেছিলেন। মহারাষ্ট্র পুরাণে তার উল্লেখ আছে। এই পথের উপর ইংরাজ আমলের প্রথম দিকে কর্জনা - নরজাতে ঠেঙাড়েরা থাকতো।

প্রবাদ যদি পেলি নরজা।
নেয়ে ধুয়ে ঘর যায়।।
যদি না পেলি নরজা।
তো দল চাপা দিয়ে ঘুম যা।।

এই পথে একদা উটের গাড়ি চলতো। কাটোয়। শ্রীখণ্ড ডাকতলা, কেচর, শিমুলিয়া, বলগোনা, ভাতার ও কর্জনায় ছিল চটি। এইসব চটিতে উটের গাড়ি থাকতো। কর্জনা হতে গাড়ি চলে যেতো বর্ধমান।

বর্ধমান জেলার কিছু প্রাচীন পথ সমগ্র বর্ধমান জেলা গ্রামময়। একদা এইসব গ্রামগুলির মধ্যবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল গঞ্জ। ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি কারণে গ্রাম্য মানুষ আসতো এইসব গঞ্জে। তাছাড়া এক গ্রাম হতে অন্য গ্রাম যাবার নানা গ্রাম্য পথ তৈরি করা হয়েছিল। বর্ধমান জেলায় এই শ্রেণির নানা প্রাচীন পথ ছিল। তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো

১. বর্ধমান - কাটোয় রোড বা বিজয় চাঁদ রোড
২. মেমারী - মাধকপুর রোড বা চাকদীঘি রোড
৩. কালনা - পাণ্ডুয়া রোড
৪. গুসকরা - নিত্যানন্দপুর রোড বা ক্ষৌনিশচন্দ্র রোড
৫. পানাগড় - ইসলাম বাজার রোড
৬. রানীগঞ্জ - সিউড়ি রোড
৭. রাণীগঞ্জ - দোমহানী রোড
৮. গুশকরা, আউসগ্রাম রোড

৯. আউস গ্রাম - বন নবগ্রাম রোড বা স্যার নলিনীরঞ্জন রোড
১০. বর্ধমান - সিউড়ি রোড
১১. কর্জনা - মঙ্গলকোট রোড
১২. বলগোনা - নতুন হাট রোড
১৩. বর্ধমান - বাঁকুড়া রোড
১৪. খন্ডঘোষ - ইন্দসা রোড
১৫. বর্ধমান - আরামবাগ রোড
১৬. উচালন - মেদিনীপুর রোড
১৭. বর্ধমান - কুসুমগ্রাম রোড বা বিজয়প্রসাদ রোড
১৮. শক্তিগড় - গোপালপুর রোড
১৯. মেমারী - মন্ডেশ্বর রোড বা রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর রোড
২০. কৈচর - ক্ষীরগ্রাম রোড
২১. বৈঁচি - বৈদ্যপুর রোড
২২. বর্ধমান - কালনা রোড বা রাজা বনবিহারী রোড
২৩. কাটোয়া - কালনা রোড
২৪. নিগন - পুইনি রোড
২৫. কাটোয়া - সিউরি রোড
২৬. গলসী - কৈতারা রোড
২৭. কাটোয়া - কোঁয়ারপুর রোড
২৮. সগরাই - রায়না রোড
২৯. পারাজ - সিল্লা রোড
৩০. রূপনারায়ণপুর - শামদি রোড
৩১. কাটোয়া - সুদপুর রোড
৩২. কালনা - শান্তিপুর রোড
৩৩. বর্ধমান - ভেদিয়া রোড
৩৪. মানকর - গুসকরা রোড
৩৫. কাটোয়া - পালিটা রোড
৩৬. শ্রীখণ্ড - চুরপুনী রোড
৩৭. শ্রীখণ্ড - মঙ্গলকোট রোড
৩৮. কৈচর - মাঝিগ্রাম রোড
৩৯. কেতুগ্রাম - উদ্ধারণপুর রোড
৪০. বৈঁচি - কালনা রোড বা রামকৃষ্ণ রোড
৪১. রসুই - খাটুন্দী রোড
৪২. জাজিগ্রাম - খাজুরডিহি রোড
৪৩. মঙ্গলকোট - মোড়গ্রাম রোড
৪৪. কোশিগ্রাম - শ্রীসুডুরা রোড
৪৫. নিগন - মঘলকোট রোড
৪৬. শ্রীখণ্ড - দাঁইহাট রোড
৪৭. ক্ষীরগ্রাম - হোসেনপুর রোড

৪৮. বিশ্রামতলা - দধিয়া বৈরাগ্যতলা রোড

গুণ আল গ্রাম প্রধান বর্ধমান জেলার এক গ্রাম হতে কাছাকাছি অন্য গ্রামে যেতে সাধারণ মানুষ যুরপথ ব্যবহার না করে, সংক্ষেপে আলপথ ব্যবহার করে। এই আলপথগুলি ভালভাবে মাটি দিয়ে চওড়া ও উঁচু করে বাঁধে। দীর্ঘ এই আলপথগুলিকে বলা হয় ''গুড় আল''। আমি আমার কিশোর - বয়ঃসন্ধি বয়সে এই শ্রেণিৰ ''গুড় আল'' পথে হেঁটে দিদির বাড়ি যেতাম। কিছু গুণ আলপথের নাম নিচে দিলাম।

১. রসুই - কুলাই আলপথ (থানা কেতূগ্রাম, জেলা বর্ধমান)
২. কুলাই - দধিয়া বৈরাগ্যতলা আলপথ (ঐ)
৩. বিল্বের - ম্যালিহা আলপথ (ঐ)
৪. চুরপুনী - বন নাগ্‌রা আলপথ (থানা কাটোয়া ঐ)
৫. কোশিগ্রাম - রাজুয়া আলপথ (ঐ ঐ)

গলিপথ ঃ- বর্ধমান জেলার বর্ধমান একটি প্রাচীন শহর। এই শহরের বিভিন্ন মহল্লায় অনেক গলিপথ আছে। বিশেষ করে পুরাতন চক ও পীরবাহারামে।

প্রবাদ, বর্ধমান শহরে '২বিদ্যা সুন্দরের সুড়ঙ্গ'' পথ আছে। পর্ধমান রাজকন্যা ''বিদ্যা''র সঙ্গে কাশীপুর রামকুরার ''সুন্দরে'' প্রেম - বিরীত জমে উঠেছিল। পড়ুয়ার বেশে হীরা মালিনীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল রাজকুমার। মালিনীর বাড়ি হতে রাজকন্যা বিদ্যারঘর পর্যন্ত সুড়ঙ্গ কেটেছিল সুন্দর। এই প্রেম কাহিনী নিয়ে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকার রচনা করেছিলেন ''বিদ্যা - সুন্দর'' কাব্য। এই কাব্যে সুড়ঙ্গ কাটার কথা আছে ৪

অরে আরে কাটি তোরে বিশাই গড়িল।
সিঁদকাটি বিঁধ কর কালিকা কহিল।।
আথর পাথর কাটা কেটে ফেল হাড়।
ইট কাঠ কাট কাট মেদিনী পাহাড়।।
বিদ্যার মন্দিরে আর মালিনীর ঘরে।
মাটি কাটি পথকর অন্নদার বরে।।
সুড়ঙ্গের মাটি কাটি উড়ে যাবে বায়।
হাড়ীঝি চণ্ডীর বরে কামাখ্যা আজায়।।
কালিকার প্রভাবে মন্ত্রের দেখ রঙ্গ।
মালিনী বিদ্যার ঘরে হইল সুড়ঙ্গ।।
ঊর্ধে পাঁচ হাত আড়ে অর্ধেক তার।
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে হরে অন্ধকার।।

বর্ধমান শহরের পীর বাহারাম পল্লীতে একটি ''সুড়ঙ্গ পথ'' দেখা যায়। অনেকে বলেন ইহা বিদ্যাসুন্দর সুড়ঙ্গ। আমি এই সুড়ঙ্গ মুখ দেখেছি।

অজয় - ভাগীরথী সঙ্গমস্থলের অদূরে একদা আমার বয়ঃসন্ধি বয়সে নদীর ভাঙনে একটি সুড়ঙ্গ মুখ আবিষ্কৃত হয়েছিল। স্থানটির নাম শাখাই। আমি দেখেছিলাম এই সুড়ঙ্গ। উচচ একজন মানুষের চেয়ে বেশি। পাশাপাশি দুইজন মানুষ হেঁটে গেলে দু'পাশে জায়গা দেখা যায়। আমরা দশ হাত মতো হেঁটে গিয়েছিলাম। এখানে সুবে বাংলার নবাবদের দুর্গ ছিল। সম্ভবত ঃ এক দুর্গ হতে অন্য দুর্গ যাবার যাতায়াত পথ ছিল এই সুড়ঙ্গ পথটি। বর্তমান এই সুড়ঙ্গ মুখ বুজে গেছে। মঙ্গলকোট একদা প্রাচীন নগরী ছিল। এখানে মোগল সম্রাট শাহজাহান (খ্রি। ১৬২৮ - ১৬৪৮) নির্মিত মসজিদের সামান্য 'উত্তর - পূর্বে একটি পুষ্করিণী তে তিনটি সুড়ঙ্গ তিনদিকে গিয়েছে। একটি পূর্বদিকে ফুলবাগান পুকুর পর্যন্ত। অন্যটি দক্ষিণদিকে পীরপুকুর পর্যন্ত এবং আর একটি পশ্চিমদিকে কুনুর নদী পর্যন্ত।

বর্তমান দুর্গাপুরে একদা ডাকাইত ভবানীপাঠক এবং দেবী - চৌধুরানী থাকতেন বলে প্রবাদ। আরও প্রবাদ এখানে কোথাও

মাটির নীচে ঘর এবং সুড়ঙ্গ পথ আছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের রাঢ় ভ্রমণ পথ ঃ- শ্রীচৈতন্যদেব একদা কাটোয়াতে গু কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নিয়ে কাটোয়া হতে যাজিগ্রাম, নগর, কোশিগ্রাম, চুরপুনী, রসবতী, কুলাই, বিশ্রামতলা, দধিয়া-বৈরাগ্যতলা এবং কাঁদরা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কুলাই ও কাঁদরায় যথাত্রমে তাঁর শিষ্য ছিল পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ এবং মঙ্গল বৈষ্ণব।৫

বর্ধমান একটি বড় জেলা। এই প্রবন্ধে যে সব পুরানো পথ সম্পর্কে আলোচিত হলো, ইহা ছাড়া আর কিছু প্রাচীন গ্রাম্য পথ আছে। এ সম্পর্কে ভবিষ্যতে অনুসন্ধানের ইচছা রেখে এখানেই প্রবন্ধের ছেদ টানলাম।

জলপথ --- প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে বর্ধমান জেলার অজয় - ভাগীরথী, রত্নানু এবং দেবখাল ইত্যাদি নদ - নদীগুলি যে নাব্য ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

''মেগাস্থিনিসের বিবরণী'' - তে গঙ্গানদী এবং তার বিভিন্ন উপনদীকে নাব্য বলা হয়। বর্তমান ভাগীরথী নদীকে গঙ্গার মোহনা বলা হয়েছে। গঙ্গা ও আমুষ্টিস (Amystis) নদী নাব্য ছিল। কাঁটা ডৌপার (Katadoupaগ্ন কাছে উত্ত অমুষ্টিস গঙ্গায় মিশেছে। অমুষ্টিস বর্তমান অজয় নদী এবং কাঁটা ডৌপা কাটোয়া।৬

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে একজন গ্রীক নাবিক, বাণিজ্যব্যপদেশে বঙ্গোপসাগর হয়ে গঙ্গার (বর্তমান ভাগীরথী) মোহনা দিয়ে প্রবেশ করে অনেক দূর পর্যন্ত এসে এদেশীয় নানা কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য ত্রয় করেছিলেন। এই নাবিক রচিত জলপথ বিবরণী /ত্নন্দ্বক্তনন্মপ্তত্তব্দ প্সন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ড্রক্তঙ্গব্ধড়ক্তনক্ত ত্রন্দ্ধ* হতে এসব কথা জানা যায়।৭

ব্রিদাস পিপলাই - এর 'মনাসামঙ্গল -এর কবি বিপ্রদাস পিপলাই, ''সিন্দু ইন্দু বেদ মহী'' শকে (১৪১৭ শাক # ১৪৯৫-৯৬ খ্রি.) মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। বিখ্যাত সদাগর ''চাঁদ বেনে''র নৌপথে বাণিজ্য যাত্রার কথা তিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এই কাব্যগ্রন্থে দামোদর - অজয় মধ্যবর্তী অঞ্চলে এক সংযোগ পথের উল্লেখ আছে। এই সময় উজানী - মঙ্গলকোট হতে কাটোয়া পর্যন্ত অজয় নদ নাব্য ছিল। তার উল্লেখ আছে উত্ত কাব্যে। কাটোয়ার কাছে অজয় মিশেছে ভাগীরথীতে। এরপর কাটোয়া হতে ভাগীরথীর মোহনা পর্যন্ত জলপথের বর্ণনা আছে।৮

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ও তাঁর চন্ডীমঙ্গল কাব্য --- কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল প্রণেতা অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বর্ধমান জেলারথানার দামিন্যা গ্রাম ছিল তাঁর জন্ম ও বাসস্থান। পরবর্তীকালে স্থানীয় ডিহিদারের ভয়ে তিনি অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর পলায়ন পথে কিছু তিনি নৌপথে গিয়েছিলেন। নদীটির নাম গোড়াই নদী। যথা---

বাহিয়া গোড়াই নদী -- সর্বদা স্মরিয়া বিধি
তেউট্যায় হনু উপনীত।
দাক্সের তরি পাইল বাতল গিরি
গঙ্গাদাস বহু কৈল হিত।।৯

একদা মধ্যযুগে রাঢ়-বাংলার বণিকেরা নৌপথে অজয় এবং ভাগীরথী ধরে দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য করতে যেতো। দামোদর নদীর তীরবর্তী বাসস্থান হলেও এইসব বণিকেরা অজয় ও শিবা নদী ইত্যাদি নদীপথে ভাগীরথী হয়ে দক্ষিণ পাটনে যেতো। মৎ সংগৃহীত বিপ্র রমাপতির মনসামঙ্গলে চাঁপাঘাট হতে ত্রিবেণী পর্যন্ত একটি নদীপথের উল্লেখ আছে। এই পথে মাঝে চাঁদ সদাগর দক্ষিণ পাটনে যেতো।

দামোদর জলপথ এঁরা এগিয়ে চলতো তারকারণ সম্ভবতঃ দামোদর খরস্রোত।

অজয় - চাঁপাঘাট সংযোগ পথ--- মধ্যযুগের প্রাক্কালে, উত্তর দামোদর তীরবর্তী বণিকগণ, জলপথ বাণিজ্যের জন্য চাঁপাঘাটহতে অজয় পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানীয় ছোট ছোট নদীগুলির সঙ্গে খাল কেটে অজয় নদের সঙ্গে এক সংযোগ জলপথ তৈরি করেছিল। বিভিন্ন প্রাচীন মঙ্গলকাব্যে তার উল্লেখ আছে। যেমন

রামঘাট রাম্নের বাহিয়া এড়ায়।
ধর্মখাল বাহিয়া অজয় নদী পায়।।১০

আমি আমার যৌবনকালে একবার কাটোয়া হতে কসবা - চম্পাইনগর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে পরিত্রমা করেছিলাম। চম্প

াইনগরের দক্ষিণ- পূর্বে দামোদর নদের উত্তরে, একটি খাতের চিহ্ দেখেছিলাম, যা পড়তো বাঁকা নদী। ঐ খাতটি তখন বুঁজে গিয়েছিল। এইখাতের তীরে দেখেছি ‘‘রামেশ্বর’’ শিবের মন্দির এবং অদূরবর্তী স্থানগুলির নাম ‘‘রামঘাট’’ ও ‘‘চাঁপাঘাট’’।

কবিকঙ্কন চণ্ডী --- কবিকঙ্কণ চণ্ডী মঙ্গলকাব্যের বণিকখণ্ডে ধনপতি শ্রীমন্তের নৌযাত্রা পথের উল্লেখ আছে। উজানী হতে কাটোয়া অজয় জলপথের কিছু বর্ণনা তুলে দেওয়া হলো।

অজয় জলপথ
প্রথমে ভ্রমরা জলে শ্রীমন্ত নৌকায় চলে
পূজিয়া মঙ্গলচণ্ডীকায়।
এড়ায় ভ্রমরা পানী সম্মুখেতে উজাবানি
নিজগ্রাম এড়াইয়া যায়।।
চাকদা কুমার খালা এড়ায় সাধুর বালা
হাড়িয়া কৈল তোয়াগন।
কান্ডার মালুম কাঠে এড়াইল থানাঘাটে
মৌনায় দিল দরশন।।
সম্মুখে হুসনপুর গড়পাড়া কত দূর
দৌলতপুর বাহিল তখন।
কান্ডার মেলান বায় খাকসা এড়ায়ে যায়
কাঁকনায় দিল দরশন।।
এড়াইল গাঙ্গবাড়া ঘাটকুলীন পাড়া
ডাহিনে এড়ায় কুঙারপুর।
কান্ডার মেলান বায় বাকুলে এড়ায়ে যায়
বেলেড়া বাহিল কতদূর।।
হাটার মেলান বায় চরকি এড়ায়ে যায়
অঙ্গারপুর বেনিয়ার বালা।
সোনলিয়া নব গাঁ তাহাতে করিল বাঁ
উত্তরিল সাধু বেগুনঝোলা।।
সম্মুখে উধনপুর নৈহাটি কত দূর
শাখারি ঘাটে দিল দরশন।
পাইয়া গঙ্গার পানী মহাপূণ্য মনে গনি
পূজা কৈল গঙ্গার চরণ।।
মণ্ডলহাট ডাহিনে আছে থাকিবে হাটের কাছে
আনন্দিত সাধুর নন্দন।
সম্মুখেতে ইন্দ্রানী ভুবনে দুর্ল্লভ জানি
দৈবনাশে যাহার স্মরণ।।১১

ভাগীরথী জলপথ
ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রানী।
ঈন্দ্রের পূজা কৈল দিয়া ফুল পানী।।

ভাগুসিংহের ঘাটখান ডাহিনে এড়ায়ে
মেটেরি সহরখান বামদি গে থুয়ে।।
সঘনে কেরোয়াল পড়ে জলে পড়ে সাট।
নিমিষেকে গেল সাধু যোজনের বাট।।
বেলনপুরের ঘাট্ট খাল কৈল তেয়াগন।
নবদ্বীপ ঘাটে সাধু দিল দরশন।।
চৈতন্য - চরণে সাধু করিল প্রণাম।
সেখানে থাকিয়া সাদু করিল বিশ্রাম।
রজনী বিশ্রামে সাধু মেলি সাত নায়।
নবদ্বীপ পাড়পুর বাহিয়া এড়ায়।।
শীঘ্র গতি মির্জাপুর বাহে তরি ত্বরা।
নাহি মানে সদাগর বসন্তের খরা।।
নায়ে পাইক গীত গায়ে শুনিতে কৌতূক।
ডাহিনে রহিল সহর আম্বুয়া মুলুক।।
বাহ বাহ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বামে শান্তিপুর রহে দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া।।
উলা বাহিয়া যায় কিছিমার পাশে।
মহেরপুরের নিকটে সাধু ভাসে।।
বামভাগে হালিশহর ডাহিনে ত্রিবেণী।
দু'-কুলের জপতপে কিছুই না শুনি।।১২

বিপ্র রমাপতির মনসা মঙ্গলে চাঁপঘাট - ত্রিবেণী জলপথ।
চাঁপাঘাট, রাম্মের কৈল তেয়াগন।
শৃগালঘাটা মরাঘাটা দিল দরশন।।
শৃগালঘাটা মরাঘাটা কৈল তেয়াগন।
হাসানহাটী নারকেলডাঙা দিল দরশন।।
বাঙ্গালগন বলে সাধু শুনহ বচন।
মনসার পূজা করে যত রাখালগন।।
নদীর কিনারে ডিঙ্গা ছিল সারি সারি।
কান্ডারে গাববরে ডিঙ্গা বহে তাড়াতাড়ি।।
ডাইনে বামে কত গ্রাম কৈল তেয়াগান।
ত্রিবেণী গঙ্গার ঘাটে দিল দরশন।।১৩

অজয় - শিবা - অজয় -- অজয় নদীর একটি শাখা নদীর নাম শিবা নদী। নদীটি বর্তমান কেতু গ্রাম থানার চাকদা - নারেঙ্গ াঅজয় নদের চাঁদখালি দহ হতে নির্গত হয়ে পালিটা, কুলুন, মালুন, খাটুবন্দী, গুড়পাড়া, ভোমরকুল, চিতাহাটী, কোপা, তৈপুর, ভুলকুড়ি, বারান্দা এবং কাকুড়হাটী হয়ে আবার মিশেছে অজয়ে। শিবানদী একদা নাব্য ছিল। এই জলপথ দিয়ে চঁ াদ- ধনপথি - শ্রীমন্তের বাণিজ্য তরী যাতায়াত করতে। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে এবং মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে শিবা নদীর উল্লেখ আছে। পরে নানা নৈসর্গিক কারণে চাঁদখালিদহ বুজে গেছে। শিবানদী এখন শীর্ণ স্বল্প পরিসর ''শিয়ালনালা''।
বেহুলার ভাসান যাত্রা - চাঁদ সদাগরের পুত্রবধু সতী বেহুলার নাম সুপরিচিত। একদা মনসা-চাঁদ দ্বন্দ্বে, মনসার চত্রান্তে,

লোহার বাসরঘরে সদ্য বিবাহিত লখীন্দর সর্পদংশনে প্রাণ হারালে, লখীন্দর পত্নী বেহুলা মৃত স্বামীর শব নিয়ে কলার ভেলায় চেপে ভেসে গিয়েছিলেন গাঙ্গুড়ী নদীপথে। বিভিন্ন মনসামঙ্গল রচয়িতাগণ এই যাত্রাপথের বর্ণনা করেছেন তাঁদের মনসা - মঙ্গল কাব্যে। মৎ সংগৃহীত বিপ্র রমাপতির মনসামঙ্গল পুথি হতে বেহুলার ভাসান যাত্রাপথের বর্ণনা তুলে দেওয়া হলো ১৫

আসিয়া বেহুলা রামা মঞ্চাযে বসিল।
জয় মা ব্রাহ্মণী বলে ভাসাইয়া দিল।।
চম্পক নগর ত্যাগ করিল তখন।
চাঁপাঘাট রামোরে দিল দরশন ।।

চাঁপাঘাট রামোর কৈল তেয়াগন।
কুবাজপুর আসি রামা দিল দরশন।।
কুবাজপুর ত্যাগ করি বর্ধমানে এলো।
সর্বমঙ্গলার পদে প্রণাম করিল।
ডাইনে বামে কত গ্রাম কৈল তেয়াগন।
এলো - গাংপুরে আসি দিল দরশন।।
আমোদপুরের ঘাট কৈল তেয়াগন।
গোদাঘাটে রামা আসি দিল দরশন।।

গোদাঘাট হৈতে রামা করিল গমন।
ডাইনে বামে কত গ্রাম কৈল তেয়াগন।।
দেপুর গন্ধপুরে উপনীত হলো।
আচম্বিতে মৃত অঙ্গে পচা গন্ধ হলো।।
সেই স্থান ছাড়ি রামা করিল গমন।
ডাইনে বামে কত গ্রাম কৈল তেয়াগন।।
ময়নাগণ মাছোরে উপনীত হলো।
আচম্বিতে প্রাণনাথে মেছেতা পড়িল।।

ডাইনে বামে কত গ্রাম কৈল তেয়াগন।
নারকেলডাঙা হাসানহাটী দিল দরশন।।

বৈদ্যপুরে গিয়ে রামা দিল দরশন।
সেই ঘাটে এক বৈদ্য থাকে অনুক্ষণ।।

ডাইনে বামে কত গ্রাম কৈল তেয়াগন।
ভেয়ে মগরায় আসি দিল দরশন।।
লখীন্দরের গায়ে ভেয়ে ধাবিতে লাগিল।
বেহুলা সুন্দরী বেয়ে ঘুচাইয়া দিল।।
মগরার দহ রামা পশ্চাৎ করিয়া।
বোদালিয়ার দল রামা চলিল বহিয়া।

ডাইনে বামে কত গ্রাম কৈল তেয়াগন।
কুকুর ঘাটায় আসি দিল দরশন।

সেই ঘাট ছাড়ি রামা গমন করিল।
শৃগান ঘাটায় আসি উপনীত হলো।।

ডাইনে বামে কত গ্রাম কৈল তেয়াগন।
ত্রিবেণী গঙ্গার ঘাটে দিল দরশন।।

দগিষণ দামোদর অঞ্চলে জলমগ্ন গ্রাম ও তাল - ডোঙ্গা ---দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম নিচু এলাকায় অবস্থিত। এই সব নীচু এলাকাগুলি জলমগ্ন হয়ে যায়। তখন এক দ্বীপ হতে অন্যদ্বীপ যেতে হলে তালের - ডিঙ্গি (গ্রাম্য ভ ষায় ডোঙ্গা)। এই ডোঙ্গাগুলি বিভিন্ন প্রকারে। এক তালগাছ হলে তাকে বলা হয় "একুড়ে ডোঙ্গা"। দুই তিনটি তালগাছ পাশাপাশি একত্রিত করে মজবুত করে বাঁধা হয়। তার নাম "জোড়া ডোঙ্গা"। তালগাছ দিয়ে এই ডোঙ্গা তৈরি করা হয়। বিভিন্ন কাঁদর পথে এই শ্রেণির ডোঙ্গাতে পারাপার করা হয়।

সহায়িকা ঃ

১. কবিকঙ্কন চন্ডী - বসুমতী প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা।
২. রূপরামের ধর্মমঙ্গল, সম্পাদনা, অক্ষয়কুমার কয়াল - ভারবি - কলকাতা।
৩. রূপরামের ধর্মমঙ্গল, সম্পাদনা, অক্ষয়কুমার কয়াল - ভারবি - কলকাতা।
৪. বিদ্যাসুন্দর (খুব প্রাচীন ছেঁড়া) ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
৫. চৈতন্য চরিতামৃত ও একটি পটের গীত অভিনব চৈতন্যমঙ্গল (মৎসংগৃহীত) এবং স্থানীয় জনশ্রুতি।
৬. মেগাস্থিনিসের বারত বিবরণ - অনুঃ রজনীকান্ত গুহ। সম্পাদনা - শ্রীবারিদরণ ঘোষ, ফেয়ার বুকস-কলকাতা
৭. বঙ্গভূমিকা - ড. সুকুমার সেন, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা।
৮. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম) -ড. সুকুমার সেন, আনন্দ পাবঃ কলকাতা।
৯. মোতাবেক - ১
১০. মোতাবেক - ৬
১১. মোতাবেক - ১
১২. মেতাবেক - ১
১৩. মৎ সংগৃহীত বিপ্র রমাপতির মনসামঙ্গল পুথি হতে।
১৪. ঐ ঐ ঐ

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com